আনন্দময়ীর আগমনে

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর
উত্তর দরজা

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।

প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 6th Dec. 1961 { ২৯শ সংখ্যা।

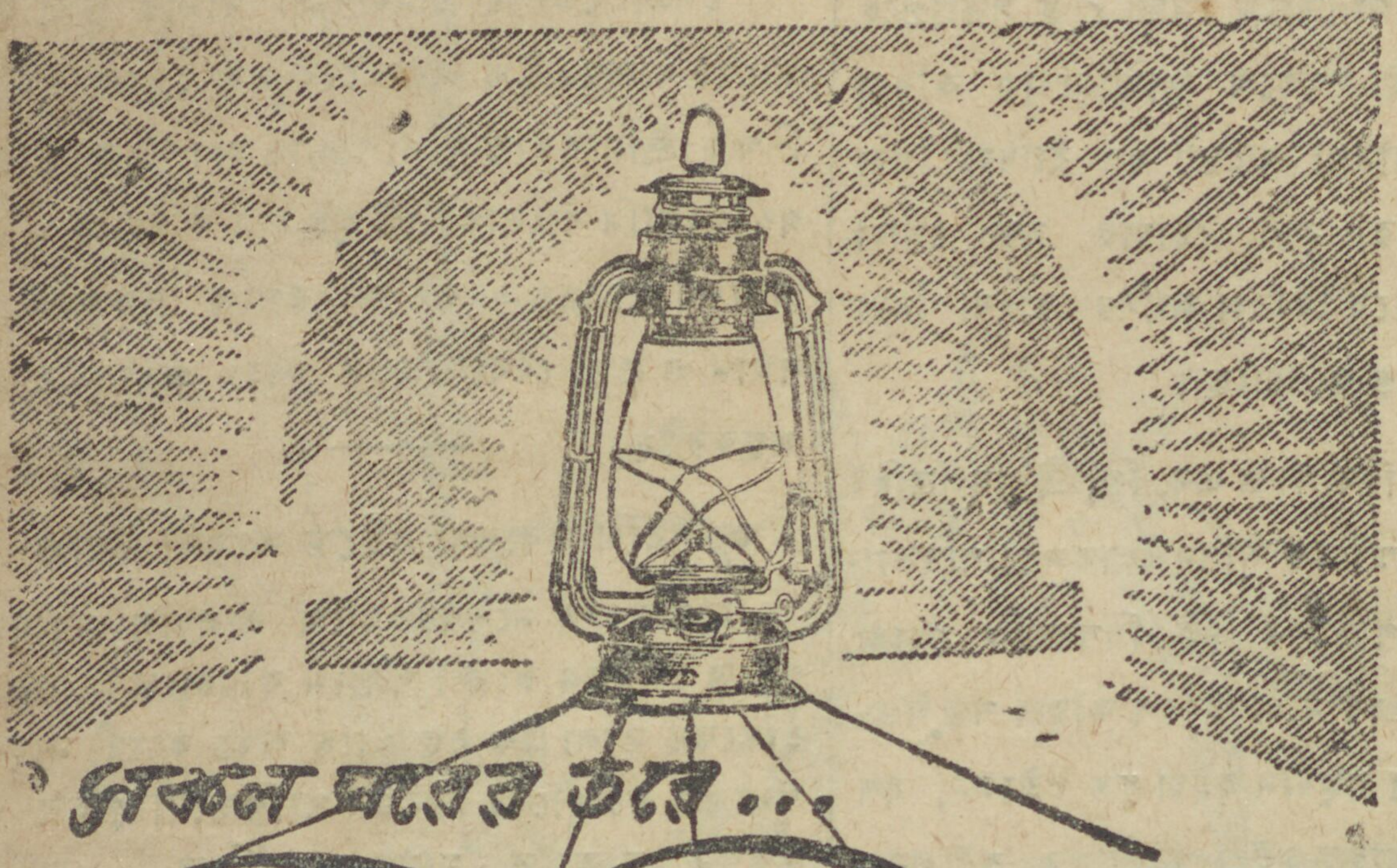

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seeva

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354 OF 57

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুলতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. 1682

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

ত্রিদিবের গুণগ্রাহিতা

—•—

বোধ হয় একথা কেহই ভোলেন নাই। একবার সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় লোক সভার নির্ব্বাচনে শ্রীমান্ ত্রিদিবকুমারের বিরুদ্ধ প্রার্থীর জামিন বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। তার পর বার সাধারণ নির্ব্বাচনে ভারত সরকার ত্রিদিবকুমারের গোয়া অভিযানের বীরোচিত গোঁয়ারতুমিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করা প্রকাশ্যে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এবারও তো গোয়ার ব্যাপার মাথা চাড়া দিয়াছে।

ত্রিদিব যে কি প্রকৃতির M. P. তাহা সকলেই অনুভব করিয়াছেন। তিনি নির্ভীক সাহসী পুরুষ। নির্ব্বাচকগণ তাঁহাকে ভিখ মাগিতে না দিয়া নির্ভীককে নির্ভিখ করিয়া লোকসভায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাকে নিশ্চয়ই সাধারণ প্রার্থীর মত ভিখ মাগিতে দিবেন না। সুতরাং এবার ভোটারগণকে গতবারের মত "ত্রিদিবে কি দিবে?" বলা শোভা পায় না। পার্লামেণ্টের মেম্বারকে M. P. বলে। শ্রীমান্ ত্রিদিব MEMBER of PRISON হইয়া M. P. নাম এক চেটিয়া করিয়াছেন।

ত্রিদিবে কি দিবে?

—•—

গত পূর্ব্ব সাধারণ নির্ব্বাচনে মুর্শিদাবাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর একাংশ লোকসভায় বাংলার স্থিরপ্রতিজ্ঞ আপন-ভোলা তরুণ নেতা শ্রীমান্ ত্রিদিব চৌধুরীকে এমনভাবে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থীর জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল।

বহু প্রদেশ হইতে বহু প্রার্থী এই নির্ব্বাচনে জয়যুক্ত হইয়া লোকসভায় এম, পি, (মেম্বর অব্ পার্লামেণ্ট্) উপাধিভূষিত হইয়া দরবারে আসন অলঙ্কৃত করিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। ভারতের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ তার নাম গোয়া। ইউরোপের পর্টুগালের অধিবাসীরা জলদস্যুবৃত্তির জন্য এই অঞ্চলে আসিয়া স্থানটি অধিকার করে। পর্ত্তুগালের অধিবাসীদের পর্ত্তুগীজ বলে। এ দেশে সাধারণ ভাষায় ইহাদের বোম্বেটে বা জলদস্যু বলিত। গোয়ার অধিবাসিগণ এখনও এই বোম্বেটেদের কুশাসনে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতেছে। এদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তথাকার অধিবাসীরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়া দলে দলে জেলে অবরুদ্ধ হইয়া অমানুষিক পীড়ন সহ্য করে। ভারত হইতেও এই বিপন্ন মানবগণের উদ্ধারের জন্য বহু স্বার্থত্যাগী নেতা সেই সত্যাগ্রহে যোগ দেন। এই সৎকর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিয়া অনেকে শুধু "নামকা বাস্তে" দল বাঁধিয়া গিয়া ছেলেদের খেলার বুড়ী ছোঁয়ার মত গোয়া ছুঁইয়া অক্ষত শরীরে ফিরিয়া আসিয়া বাহবা নিয়া কত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের নির্ব্বাচিত এম, পি, শ্রীমান্ ত্রিদিব চৌধুরী তাঁহার সম্মানের আসন লোকসভা পরিত্যাগ করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এই বিপজ্জনক গোয়া সত্যাগ্রহে। গোয়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ত্তুগীজদের গোঁয়ারতুমির সম্মুখীন হইয়া ধৃত হইলেন, দশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়া নিপীড়িত হইলেন। ভারতের তথা বাংলার সোনারচাঁদ শ্যামাপ্রসাদ এমনি গোঁয়ারদের হাতে পড়িয়া কাশ্মীরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। আর ভারত তাঁহাকে ফিরিয়া পাইল না। আমরা ভারতমাতার পোড়া কপাল ভাবিয়া মনে করিতে পারি নাই যে শ্রীমান্ ত্রিদিবকে আবার বঙ্গমাতা তাঁহার কোলে ফিরিয়া পাইবেন।

শ্রীমান্ ত্রিদিবের এই মনুষ্যোচিত সহৃদয় বীরত্বব্যঞ্জক কর্ম্মে ভারতের শাসন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কংগ্রেস সরকার ঘোষণা করেন যে মুর্শিদাবাদের যে আসনে ত্রিদিব নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, যদি তিনি সেই পদপ্রার্থী হন, তবে তাঁহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস হইতে কোন প্রার্থী মনোনীত করা হইবে না।

মুর্শিদাবাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর এখন বিচার করিতে হইবে—তাঁহাদের এম, পি, গোয়ায় গিয়া উনিশ মাস এম, পি, অর্থাৎ "মেম্বার অব্ প্রিজন" হইয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রার্থীরা গোয়ায় গিয়া এম, পি, হইবার উচ্চাশা রাখেন কি? আমরা শ্রীমান্ ত্রিদিবের নির্ব্বাচকগণকে বলি—শ্রীমান্ যদি তাঁহাদের দেখা দিতে তাঁহাদের দ্বারস্থ হন—আপত্তি নাই। কিন্তু যেন আমাকে ভোট দিও এ কথা বলার সুযোগ যেন কেহ তাঁহাকে না দেন।

গুরু মহাশয়কে গৃহদান

হুগলী জেলার ধনিয়াখালী থানার ভাস্তাড়া গ্রামের যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীনিশিকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ছাত্রগণ একখানি বাসোপযোগী গৃহ দান করিয়াছে। ঐ অঞ্চলের ছাত্রগণ একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে যে সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

লালবাগ সবজেল হইতে কয়েদী উধাও

বিগত ১৮ই নভেম্বর রাত্রে লালবাগ সবজেল হইতে চারিজন কয়েদী পলায়ন করিয়াছে। প্রকাশ হাজতের তালা ঠিক বন্ধ আছে অথচ কয়েদী নাই। পলাতক কয়েদীদের তিনজন পাকিস্তানী পুলিশ ও একজন ডাকাতি মামলায় জড়িত। জেলের ওয়ার্ডার, হাবিলদার সকলকে সসপেণ্ড করিয়া ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

জঙ্গিপুর—কৃষ্ণপুর চলন্তিকা বাস-সার্ভিস

জঙ্গিপুর ও কৃষ্ণপুরের মধ্যে চলন্তিকা বাস-সার্ভিসের গাড়ী নিম্নের সময়ানুযায়ী যাতায়াত করিতেছে। জঙ্গিপুর ছাড়ে রাত্রি ৩টায় কৃষ্ণপুর পৌঁছে রাত্রি ৪টায়। জঙ্গিপুর ছাড়ে সন্ধ্যা ৬টায় কৃষ্ণপুর পৌঁছে সন্ধ্যা ৭টায়। কৃষ্ণপুর ছাড়ে বেলা ২॥০টায় জঙ্গিপুর পৌঁছে বেলা ৩॥০টায়। কৃষ্ণপুর ছাড়ে রাত্রি ১১টায় জঙ্গিপুর পৌঁছে রাত্রি ১২টায়।

“পারফরমিং এনিমলের ফিউচার প্রস্পেক্ট”

একদা এক ধোপার গাধা কাপড়ের মোট বহিয়া যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক সার্কাসের গাধার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয় গাধার মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথোপ-কথন হইতে লাগিল :—

ধোপার গাধা—ভাই! তুমি তো সার্কাসের দলে থাক, কিন্তু তোমার শরীর কৃশ কেন? আমি যদিও ধোপার গাধা, মান সম্মান তোমার চেয়ে ঢের কম, তবুও ধোপা যেমন খাটায় তার উপযুক্ত খাবারও দেয়। তুমি কি খেতে পাও না ভাই?

সার্কাসের গাধা—খেতে পাই। তবে খাবার জিনিষ—ঘাস, বিচালী বা দানা অপেক্ষা প্রভুর চাবুকই বেশী খাই। তাই ভাই, শরীর ভাল হয় না।

ধোপার গাধা—তবে, মরতে সার্কাসের দলে থাক কেন? কোন ধোপার বাড়ীতে থেকে আমারই মত মোট বইবে, আরে পেট ভ'রে না খেয়ে কি মারা যাবে? আর সার্কাসের দলে থেকো না।

সার্কাসের গাধা—দাদা, সাধে কি আর মার খেয়ে পড়ে থাকি? “ফিউচার প্রস্পেক্ট” আছে ব'লেই তো।

ধোপার গাধা—“ফিউচার প্রস্পেক্ট” কি আছে ভাই?

সার্কাসের গাধা—সাধে কি দাদা, না খেয়ে বেঁচে আছি, কেবল ঐ আশাটুকু আছে বলে। তবে শোন—আমার প্রভু তাঁহার এক তের বৎসরের কন্যাকে দিয়ে তারের উপর নাচ করান। প্রথমে হাতে ছাতা নিয়ে ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে। তারপর ছাতা না নিয়ে নাচে। তারপর তার বাবা হুকুম করে—এক পায়ে তারের উপর নাচ কর্‌তে হবে। কন্যাটি তখন বলে—“বাবা এক পায়েরমে কেইসে নাচেঙ্গী গির্‌ যায়েঙ্গী বাবুজী।” তখন তার বাবা ক্রোধের সঙ্গে বলে—‘দেখো বেটী গির্‌ পড়োগী তো এহি গাদ্ধাকা সাথ তেরী সাদি দে দেগা।” ভাই যদি কখনও পা ফস্‌কে সেই সুন্দরী মেয়েটী নাচতে নাচতে একবারটি পড়ে তবে আমার সঙ্গে সাদি হবে এই আশায় না খেয়ে পড়ে থাকা। “ফিউচার প্রস্পেক্ট” শুনলে?

যাঁহারা “ফিউচার প্রস্পেক্টের” লোভে এখন হইতে না খেয়ে না খেয়ে প্রভুর চাকরী করছেন তাঁদেরও আশা প্রভুর সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর পদ পাবেন। তাঁদের ‘ফিউচার প্রস্পেক্ট’ এই গাধার মত নয় কি?

পরিকল্পনা বিশারদ

যত রকমের প্ল্যান জানি তা এই সামান্য চৌদ্দ বৎসরে কি করবো? দশ রকমের প্ল্যান করলেই প্ল্যানটেন (Plantain) হবে জেনো। সব বুদ্ধি খরচ না করায় মাথায় প্ল্যান্ট (Plant) গজিয়েছে।

পঞ্চশীলের দেশে

এই দৃশ্য দেখবে যারা
মরবে হেসে হেসে

পলকে প্রলয়

He—রেশন কার্ডখানা হারিয়ে গেল!
She—তুমিও হারিয়ে গেলে না কেন?

স্বাধীন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পরাধীনতা

ডাঃ রায় লিফ্‌টে আটক

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবার ফলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সন্ধ্যাবেলায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ের স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টে আটকা পড়িয়া যান। ডাঃ রায় ও উপমন্ত্রী শ্রীঅর্দ্ধেন্দু নস্কর লিফ্‌টে করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দোতলা হইতে একতলায় নামিতেছিলেন। মধ্যপথে লিফ্‌ট বন্ধ হইয়া যায়। একতলায় যে সব পুলিশ অফিসার ছিলেন তাঁহারা ইহা লক্ষ্য করিলে হাঁকডাক পড়িয়া যায়। মিস্ত্রী ডাকিয়া আনা হয়। নীচ হইতে চীৎকার করিয়া ডাঃ রায়কে লিফটের ভিতরকার আপৎকালীন লক ব্যবহার করিতে বলা হয়। লিফটের ভিতর আলো না থাকায় তখন উহার মধ্যে ঘোর অন্ধকার। অর্দ্ধেন্দু বাবু তাঁহার সিগারেট লাইটার জ্বালান। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ডাঃ রায় কোনক্রমে আপৎকালীন লক খুলিতে সমর্থ হন। দেখা যায় লিফটটি মাটি হইতে ফুট চারেক উপরে ঝুলিতেছে। শ্রীনস্কর সেখান হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়েন। পরে চেয়ার পাতিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে লিফ্‌ট হইতে নামান হয়।

ডাঃ রায় প্রায় দশ মিনিটকাল লিফ্‌টের মধ্যে 'কারাবাস' করেন।

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন মুখপাত্র বলেন যে, সন্ধ্যাবেলায় ডি-ভি-সির বিদ্যুৎ সরবরাহ আজ ৭৪ মেগাওয়াট হইতে কমিয়া ৫০ মেগাওয়াটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অনুতাপ

একজন ভদ্রলোক ১৬ বৎসর বয়সে একখানি ব্যবহৃত টিকিট লইয়া রেল কোম্পানীকে ভূ দেখাইয়া ১৪৫ মাইল পথ গিয়াছিলেন। এখন প্রাপ্ত বয়সে পূর্ব্ব স্মৃতি স্মরণ হওয়ায় তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া রেলওয়ে জনসংযোগ বিভাগে রেজিষ্ট্রী করিয়া ১০৲ টাকার এক পোষ্টাল অর্ডার পাঠাইয়াছেন। পুনরায় ১০৲ টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এই টাকা লইয়া তাঁহাকে মানসিক যন্ত্রণার হাত হ'তে নিষ্কৃতি দিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। নিজের নাম-ধাম লিখেন নাই। বিবেকই প্রকৃত বিচারক।

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার ৪৩টি হাজামজা পুষ্করিণীর উন্নয়নের জন্য নির্ধারিত ফরমে "বঙ্গীয় পুষ্করিণী উন্নয়ন আইনাধীন পুষ্করিণী উন্নয়নের টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত সীলমোহরাঙ্কিত টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। (বহরমপুরস্থিত মুর্শিদাবাদের পুষ্করিণী উন্নয়ন সমাহর্ত্তার অফিস হইতে ফরম পাওয়া যাইবে) টেণ্ডারসমূহ ১৯৬১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ বেলা একটার মধ্যে বহরমপুরস্থিত মুর্শিদাবাদের পুষ্করিণী উন্নয়ন সমাহর্ত্তার নিকট অবশ্য পৌঁছাইতে হইবে এবং উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের সমক্ষে ঐদিন বেলা ২টার সময় খোলা হইবে। যদি কোন টেণ্ডারদাতা একাধিক প্রকল্পের জন্য টেণ্ডার দাখিল করিতে চান তবে প্রত্যেকটি প্রকল্পের জন্য পৃথক পৃথক টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদ সমাহর্ত্তার অনুকূলে "আর ডি" খাতে আনুমানিক ব্যয়ের পাঁচ শতাংশ টাকা বায়না হিসাবে নিকটস্থ ট্রেজারি বা সাব-ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে। প্রাপ্ত টি, আর, চালান টেণ্ডারের সাথে অবশ্যই থাকা চাই নচেৎ কোন টেণ্ডার বিবেচিত হইবে না। চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব্বে সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে ব্যয়ের আরও পাঁচ শতাংশ টাকা জমা দিয়া চালান দাখিল করিতে হইবে। এইরূপভাবে জমা দেওয়া ব্যয়ের দশ শতাংশ অর্থ কার্যটি সম্পন্ন করিবার জামানত স্বরূপ গণ্য করা হইবে। অন্যান্য টেণ্ডারদাতাগণের বায়নার টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। যে টেণ্ডারদাতার টেণ্ডার গৃহীত হইবে তিনি যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চুক্তিনামা সম্পাদন করিতে অসমর্থ হন তবে তাঁহার বায়নার টাকা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। টেণ্ডারদাতাগণ যদি আয়কর দিয়া থাকেন তবে আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে অথবা গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের আয়কর যোগ্য কোনরূপ আয় ছিল না এই মর্ম্মে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি দাখিল করিতে হইবে। টেণ্ডার দাখিলের পূর্ব্বে টেণ্ডারদাতাগণ, যে কার্য সম্পাদন করিতে হইবে উহার প্রকৃতি, জমির অবস্থা ইত্যাদি নিজে পরিদর্শন করিতে পারেন। টেণ্ডার গ্রহণ করিবার পর শক্ত মাটি বা বালিযুক্ত মাটি বা অন্য কোন কারণেই দর বৃদ্ধি করিবার আবেনপত্র গ্রাহ্য করা হইবে না। পুষ্করিণী উন্নয়ন সমাহর্ত্তার নিকট হইতে পূর্ব্বাহ্নে প্রাপ্ত লিখিত আদেশ ব্যতীত ২½ শতাংশের উর্দ্ধে কোনরূপ রদবদল করা যাইবে না। টেণ্ডারদাতা যদি নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ আরম্ভ না করেন অথবা যথাযথ পরিশ্রমের সহিত বা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথোচিতভাবে কাজ সম্পাদন করিতে না পারেন তবে সমাহর্ত্তার নির্দ্দেশে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে এবং বিভাগীয় ক্ষতির জন্য তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হইবে। সর্বনিম্ন বা যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এই জেলার নবগ্রাম থানার অন্তর্গত কল্যাণগঞ্জ পচুইমদ, ভরতপুর থানার অন্তর্গত সোনারুন্দি পচুই মদের দোকান বন্দোবস্ত করার জন্য ৷৷৹ (বার আনা) মূল্যের কোর্টফি সম্বলিত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। দরখাস্তে দরখাস্তকারীর পূর্ণ নাম, পিতার নাম, বর্ত্তমান এবং স্থায়ী বাসস্থান, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে।

ইংরাজী ২০।১২।৬১ তারিখ পর্য্যন্ত দরখাস্ত বহরমপুর জেলা আবগারী অফিসে গ্রহণ করা হইবে।

স্বাঃ এস, কে, ব্যানার্জী
কালেক্টর পক্ষে অন্তঃশুল্কাধ্যক্ষ, মুর্শিদাবাদ।

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ
কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ,
কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের **আমলা** কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলিঃ 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১.১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি। হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।